শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখুন

---শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার পবিত্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রাক্কালে সচিবালয়স্থ কক্ষে বাসস প্রতিনিধির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে ডঃ খান বলেন, উচ্চশিক্ষা এমনিতেই অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং উচ্চ শিক্ষালাভে আগ্রহী

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পাতার পর)

অনেকের কাছে তা ইতিমধ্যে অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। আর যাতে সমস্যা অথবা অতিরিক্ত বোঝা এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি না হয় আসুন তার জন্য আমরা সচেষ্ট হই।

শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় কল্যাণ এবং অত্যন্ত সক্ষম ও উপযুক্ত জাতীয় জনশক্তির অবাধ প্রবাহের স্বার্থে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পুরো বিষয়টি নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, আর যাতে সময়, অর্থও সুযোগের অপচয় না হয় আসুন তার জন্য চেষ্টা করি।

ডঃ খান বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মারাত্মক রকম বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি বলেন, কিন্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষাবর্ষের ব্যবধান দূর করতে সক্ষম হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষা কর্মসূচী হালফিল করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, এছাড়া গত বছর যারা এইচ এসসি পাস করেছে তারা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ক্লাস শুরু করতে পারেনি। রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটির শেষে বিশ্ববিদ্যালয় যখন পুনরায় খুলবে তখন এইচএসসি পাস করে আরেকটি নতুন ব্যাচ বেরিয়ে আসবে এবং উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের অপেক্ষায় থাকবে।

মন্ত্রী বলেন, বাইরের রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত মুষ্টিমেয় কিছু তথাকথিত ছাত্রের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, জাতিকে এরজন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, সকলের স্বার্থের বিরুদ্ধে এখনো এই অবস্থা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা অনুষ্ঠানে অস্বাভাবিক বিলম্বের দরুন এবং শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যাওয়ায় অনেক ছাত্রের বয়সসীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অনেক ছাত্রকে ডিগ্রী নিয়ে যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাদের জীবনের একমাত্র সুযোগ হারাতে হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করছে তাদের পড়াশুনা প্রায়শঃই ব্যাহত হচ্ছে; যার ফলে তারা বয়স এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বয়স ও যোগ্যতা অর্জনের দিক থেকে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে তাদেরই সহপাঠী অনেকেই বিদেশে গিয়ে অবাধে তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে।

ডঃ খান বলেন, যেসব ছাত্র ১২ বছরের শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে তারা তাদের নিষ্ঠা ও উচ্চ আশা-আকাংক্ষার জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। মন্ত্রী বলেন, তারা যাতে উদ্যম, সময় ও অর্থ অযথা নষ্ট না করে শিক্ষা শেষ করতে পারে সে উদ্দেশে তাদের জন্য শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ এবং পূর্ণ সময়ের কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে হবে।

ডঃ খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোর্স সমাপ্তির অস্বাভাবিক বিলম্বের ফলে অনেক অভিভাবকের বোঝা অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আর্থিক ধ্বংসের সম্মুখীন হন।

মন্ত্রী বলেন, ছাত্রদের তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মত থাকতে পারে, তবে শিক্ষাঙ্গনকে অবশ্যই রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য ব্যবহার করতে দেয়া যায় না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্র ইউনিয়নগুলোকে অবশ্যই ছাত্র সম্প্রদায়ের কল্যাণে তাদের তৎপরতা নিয়োজিত রাখতে হবে।